দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক উপ- মন্ত্রণালয়
সৌদি আরব

মদীনা শরীফের ফযীলত ও যিয়ারতের আদবসমূহ

সংকলন

ডঃ সুলায়মান বিন সালেহ বিন আব্দুল
আযীয আল আযীয আল গুসুন
অধ্যাপক, আল- ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি

অনুবাদ

কিং আব্দুল্লাহ অনুবাদ ও আরবিকরণ ইনস্টিটিউট

(فضل المدينة وآداب الزيارة باللغة البنغالية)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। মদীনা শরীফ. . . এটি রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মদীনা শরীফ. . . এবং এটি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের স্থান। তার অন্যান্য নামসমূহের মধ্যে হচ্ছেঃ ত্বাবাহ ও ত্বাইবাহ। মদীনা শরীফের অনেক ফযীলত রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১. এ শহরে বসবাস করা কল্যাণজনকঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মদীনা শরীফ তাদের (বসবাসের) জন্য উত্তম যদি তারা(এস্থানের ফযীলত) জানতো।(বুখারী ও মুসলিম)

২. মদীনা শরীফ মন্দ ও নিকৃষ্ট মানুষকে বের করে দেয়ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফ সম্পর্কে বলেছেনঃ মদীনা শরীফ এমনভাবে মন্দ মানুষকে বের করে দেয় যেমনি কামারের হাপর খারাপ লোহার ময়লা দূর করে দেয়।(বুখারী ও মুসলিম)

৩. ঈমান মদীনা শরীফে ফিরে যাবেঃ

মদীনা শরীফে ঈমান মিলিত এবং সমবেত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই ঈমান মদীনা শরীফে এমনভাবে ফিরে যাবে যেমনিভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে যায়।(বুখারী ও মুসলিম) এজন্যই মদীনা

শরীফের ফযীলত লাভের জন্যে প্রতিটি মুমিন প্রত্যাশা করে।

৪. মহামারী ও দাজ্জাল থেকে মদীনা শরীফ সংরক্ষিতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মদীনা শরীফের প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতারা (পাহারারত) আছে, ফলে এখানে মহামারীও প্রবেশ করতে পারবেনা দাজ্জালও প্রবেশ করতে পারবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. মদীনা শরীফে বরকত রয়েছেঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ হে আল্লাহ্ আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনা শরীফে তার দ্বিগুণ দান করুন।(বুখারী ও মুসলিম)

৬. মদীনা শরীফে কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত রয়েছেঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ এশহরে কষ্ট এবং কঠিন সঙ্কটে যে ব্যক্তি ধৈর্যশীল হবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষী কিংবা সুপারিশকারী হবো।(মুসলিম)

৭. মদীনা শরীফ পবিত্র স্থানঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মদীনা শরীফের আ' ইর এবং ছাউর (পাহাড়দ্বয়) - এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু হারাম শরীফ (পবিত্র), যে ব্যক্তি এ স্থানটিতে কোন খারাপ কাজ ঘটাবে বা কোন খারাপ কাজ সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দিবে, ঐ

ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের পক্ষ থেকে লা'নত । (মুসলিম) মদীনা শরীফ হারাম শরীফ(পবিত্র স্থান) হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস যে বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে তা **নিম্নরূপঃ**

এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ, গাছ কাটা এবং যুদ্ধের জন্যে অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ, ঘৃণিত কোন ঘটনা ঘটানো এবং কোন অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেয়া নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, এখানে মন্দ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজসমূহ নিষিদ্ধকরণ হয়েছে, এবং এর বাসিন্দাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ।

৮. যারা মদীনাবাসীর অনিষ্ট চায় তাদের জন্য সতর্কবার্তাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কেউ যদি মদীনাবাসীর ক্ষতি

করতে চায় আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে সীসা বা লবণ-এর ন্যায় গলিয়ে ফেলবেন। (মুসলিম)

৯. মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার এ মসজিদে এক রাকাত নামায পড়া, আল মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকাত নামায পড়া থেকেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

১০. রওযা শরীফের ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মাঝে যে স্থানটি রয়েছে তা জান্নাতের একটি টুকরো।(বুখারী ও মুসলিম)

মদীনা শরীফে শরিয়ত সম্মত যিয়ারতের স্থানসমূহঃ মদীনা শরীফে কিছু স্থান আছে যা যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত এবং নিয়ত করে ওখানে যাওয়া যাবে, এগুলো হলোঃ
১. মসজিদে নববীঃ

এটা হল মদীনা শরীফে সফরের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি মসজিদ ছাড়া সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোথাও সফর করা যাবেনাঃ আল মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং আল মসজিদুল আকসা। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে নববী যিয়ারতের আদবসমূহঃ

যিয়ারতকারী যখন মসজিদে পৌঁছবেন তখন তাঁর ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং নবী

কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিবেন ও দোয়া পাঠ করবেনঃ আল্লাহুম্মাফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক, (হে আল্লাহ্ আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন) অতঃপর দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবেন । অতঃপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর সালাম পেশ করতে যাবেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কবরকে সামনে রেখে এবং কেবলাকে পিছনে রেখে পাঠ করবেনঃআসসালামু আ' লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু, আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রিসালাতা ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা ওয়া জা' হাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহি। (হে নবী আপনার উপর

শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি রিসালাত পৌঁছিয়েছেন ও উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র পথে সঠিকভাবে জিহাদ করেছেন)। অতঃপর ডান দিকে এক পা এগিয়ে পাঠ করবেনঃ আসসালামু আ' লাইকা ইয়া আবা বকর আস ছিদ্দিক, ইয়া খালিফাতা রাসূলিল্লাহ , রাদ্বিয়াল্লাহু আ' নকা ওয়া জাযাকা আ' ন উম্মাতে মুহাম্মাদিন খাইরান। (হে রাসূলের খলিফা আবু বকর সিদ্দিক আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌ আপনার উপর সন্তুষ্ট হউন, এবং আপনাকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে সবচেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করুন)। অতঃপর তার ডান দিকে এগিয়ে পাঠ করবেনঃ আসসালামু আ' লাইকা ইয়া ওমর, রাদ্বিয়াল্লাহু আ' নকা

ওয়া জাযাকা আ' ন উম্মাতে মুহাম্মাদিন খাইরান। (হে ওমর, আল্লাহ্ আপনার উপর সন্তুষ্ট হউন এবং আপনাকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশী উত্তম প্রতিদান দান করুন) । সালাম বিনিময়ের সময় তাঁর(যিয়ারতকারী) উচিত হবে আদব রক্ষা করা এবং দীর্ঘ সময় ওখানে দাড়িয়ে না থাকা।

যিয়ারতকারীর উচিত হবে তাঁর সময়ের বেশীর ভাগ মসজিদে নববীতে অবস্থানের সুযোগ লাভ করা এবং অধিক পরিমাণ দোয়া, ইস্তেগফার, যিকির, কোরআন তেলাওয়াত ও শিক্ষামূলক মজলিশে বসা সহ অন্যান্য নেক কাজ করা।

২. মসজিদে ক্বুবাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হেটে বা কখনো সওয়ারি হয়ে প্রতি শনিবার মসজিদে ক্বুবাতে যেতেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে এই মসজিদ পর্যন্ত আসবে- অর্থাৎ মসজিদে ক্বুবাতে- এবং সেখানে নামায পড়বে সে একটি ওমরার সাওয়াব পাবে।(ইমাম আহমদ প্রমূখ)

৩. বাক্বী' র কবরস্থান এবং ওহুদের শহীদগণের যিয়ারতঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাক্বী' তে যেতেন,সেখানে ক্ববরস্থ তাঁর সাহাবাগণকে সালাম দিতেন এবং তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। (মুসলিম)

বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, একদিন তিনি ওহুদের শহীদদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান, অতঃপর ওখানে তাঁদের জন্য দোয়া করেন। **মদীনা শরীফে** শুধু উল্লেখিত স্থানের যিয়ারত করা শরীয়ত সম্মত, এছাড়া যা কিছু আছে সেগুলো বিশেষভাবে যিয়ারত করার ব্যাপারে শরিয়তে কোনো প্রমাণ নেই। বরং তা হচ্ছে মানুষের প্রবর্তন করা বিদআ' ত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের দীনে নেই এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা বর্জনীয়। (বুখারীওমুসলিম)

অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃযে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে নেই এমন কোনো কাজ করবে তা বর্জনীয়।(মুসলিম)

সুতরাং, যিয়ারতকারীর জন্য উচিত হবে তাঁর সময়কে এমন সব কাজে লাগানো যা ইসলামী শরীয়ত পছন্দ করে। আর এমন কোন স্থানে গিয়ে সময় নষ্ট না করা যেখানে যিয়ারত করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসাহ প্রদান করেননি এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আ' নহুম এ সব স্থানে (যিয়ারতে) যাননি।

যিয়ারতকারীর জন্য কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে আদেশ করেছেন যেকোন স্থানে থেকে তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে। আর একথাও বলে দিয়েছেন যে এগুলো তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। সুতরাং তাঁর উপর সালাত ও সালাম পেশ করার বিষয়টি তাঁর কবরের পাশে

উপস্থিতির সংশ্লিষ্ট নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না, আর তোমাদের ঘর গুলোকে কবরে পরিণত করো না, তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দুরুদ পড়, কেননা, নিশ্চিত তোমাদের দুরুদ আমার কাছে পৌঁছে। (ইমাম আহমদ প্রমূখ) কাজেই তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে তাঁর কবরের নিকট সফর করার প্রয়োজন নেই।আর এ বৈধতাও নেই যে, কেউ কারো মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সালাম পৌঁছে দেয়ার জন্য কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা, কেননা ফেরেশতারা যেকোন স্থান থেকে তাঁর কাছে সালাম পৌঁছে দেয়। তাঁর কবরের নিকট যাওয়ার ফযীলত প্রসঙ্গে

উল্লিখিত হাদীসসমূহ সহীহ নয়। অনুরূপভাবে যিয়ারতকারীর জন্য এটাও শরীয়ত সম্মত নয় যে, যতবারই মসজিদে নববীতে আসবেন ততবারই তাঁর কবর মুকাররামের নিকট যাবেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এমনটি করেননি। আর মসজিদে নববীতে প্রবেশকারী প্রবেশের সময় যে সালাম পেশ করে এবং নামাযে তাশাহুদে যখন সালাম পড়ে তাঁর কবরের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই ঐ সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে যায় ।

২. যিয়ারতকারীর জন্য উচিত হবে মসজিদে নববীতে অজ্ঞ ও বিদআ'তিদের কার্যাবলী থেকে সতর্ক থাকা, যেমনঃ মিহরাব, মিম্বর, খুঁটিসমূহ, দেয়ালসমূহ, দরজা - জানালাসমূহ মোছা বা চুমো খাওয়া। এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে হুজরায় দাফন করা হয়েছে তার তাওয়াফ করার চেষ্টা করা, বা হুজরার নিকট দোয়া করা। এর চেয়েও অধিকতর খারাপ যদি কোন বিদ'আতি ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা, অধিকারের উসিলায় দোয়া, এধরণের কিছু আমল করে যার ব্যাপারে পবিত্র শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। আরও কুৎসিত ও ন্যাক্কারজনক কাজ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশ এবং এমন কিছু চাওয়া যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারেন না । যেমনঃ গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, বিপদ থেকে মুক্তি, জান্নাতে প্রবেশ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, রোগ মুক্তি কামনা, শত্রুর উপর বিজয়, রিযিক ও সন্তান কামনা সহ অন্যান্য, যা বড় শিরিক

হিসেবে গণ্য, যে মহাপাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না । এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। (সুরা আন নিসাঃ ৪৮) আল্লাহ্ তা আলা আরো বলেছেনঃ

لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ

অর্থঃ তুমি যদি (আল্লাহ্র)শরীক স্থির করে থাকো তাহলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে। (সুরা যুমারঃ ৬৫)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে সতর্ক করেছেন এবং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে তাকে লা'নত করে

বলেছেনঃ ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত, এজন্য যে, তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সেজদার স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছে।(বুখারীও মুসলিম) অথচ আবশ্যকীয় হচ্ছে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ

অর্থঃতোমরা তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। (সুরা আল আরাফঃ ২৯)

এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

অর্থঃ মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্

তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না। (সূরা আল জ্বীনঃ ১৮)

৩. সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের কবর যিয়ারতকারীর জন্যে উচিত হবে, যখন বাক্বী' কবরস্থানে এবং ওহুদের কবরস্থানে যাবেন, তখন কবর যিয়ারতের হেকমত যে আখিরাতের স্মরণ, এটি মনে করা এবং কবরবাসীদের জন্য দোয়া করা ।

অহেতুক অস্থিরতা ও রাগারাগি প্রকাশ করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এমন সকল কাজ থেকে সতর্ক থাকতে হবে যেসব কাজে শিরক রয়েছে অথবা শিরকের কারণ হবে। যেমনঃ কবরের পার্শ্বে নামায পড়া, দোয়া এবং কিরাআতে মনযোগ দেয়া। অনুরূপ ভাবে সেখানে মোমবাতি জ্বালানো ও কোন অছিয়ত, উসিলা বা দোয়া সংবলিত চিরকুট

বা অন্যান্য প্রয়োজন নিয়ে যাওয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সতর্ক হও কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবী ও সৎ ব্যক্তিদের কবর সমূহকে সেজদার স্থান বানাতো সুতরাং, তোমরা কবর সমূহকে সেজদার স্থান বানাবে না আর আমি তোমাদের ঐ ব্যাপারে নিষেধ করছি।(মুসলিম)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা গোটা মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নবুওয়্যাত ও রিসালাত পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا

অর্থঃ বল, হে মানবজাতি! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (সুরা আরাফঃ ১৫৮)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন । আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

অর্থঃ আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (সূরা আল আম্বিয়াঃ ১০৭)। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পথপ্রদর্শক, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا.وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا.

অর্থঃ হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা, সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তার দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। (সূরা আল আহযাবঃ ৪৫-৪৬) অতঃপর তিনি রিসালাতটি সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করেছেন ও উম্মতকে নসিহত করেছেন এবং হুজ্জাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা ঈমানের সবচেয়ে বড় আবশ্যকীয়তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ভালোবাসা ঈমান ও দীনের আমল সমূহের প্রত্যেকটি আমলের মূল। সুতরাং সমস্ত মাখলুকের ভালবাসার আগে তাঁর

ভালবাসা অগ্রাধিকার পাবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ.

অর্থঃ বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর

আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবাঃ ২৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে আমাকে অধিক ভালবাসবে।(বুখারী ও মুসলিম) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসার প্রমাণ হলো নিম্নরুপঃ

১. তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা করা।

২. তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর হেদায়েতের পথ অনুসরণ করা এবং সেই সাথে তাঁর সুন্নাত মেনে চলা

৩. তাঁর হাদীস সমূহ বিশ্বাস করা।

৪. তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর সুন্নাত আকড়ে ধরার প্রতি দাওয়াত দেয়া, এর সম্মান ও মর্যাদা করা এবং তা প্রতিরক্ষা করা ।

৫. দীনের মধ্যে বিদআ' ত না করা।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অধিক পরিমাণ দুরুদ পাঠ করা।

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা।

সাহাবায়ে কেরামের ফযীলত ও তাঁদের অধিকারসমূহ

উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম মানুষ হলেন সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যের

জন্যে। তাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় যত বাধা, প্রতিবন্ধকতা, জটিলতা এবং কষ্টের সম্মূখীন হয়েছেন ধৈর্য ধারণ করেছেন। ফলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তাঁদের জন্যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ
ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ
وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ
ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ.

অর্থঃ আর যারা সর্ব প্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং

তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, আর তাদের জন্যে প্রস্তুত করেছেন বাগান সমূহ যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এটাই মহা সফলতা। (সূরা তাওবাঃ ১০০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার যুগের মানুষ হল সর্বোত্তম মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগে যারা আসবে, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগে যারা আসবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর কিছু অধিকার আছে যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য পালনীয়, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. তাঁদেরকে ভালবাসা এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

২. তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা।

৩. তাঁদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা।

৪. তাঁদের সম্পর্কে অন্তরে ভাল ধারণা রাখা এবং তাঁদের মাঝে যে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে সে ব্যাপারে চুপ থাকা।

৫. তাঁদেরকে গালি না দেওয়া, তাঁদের মর্যাদাকে অপমান বা ছোট না করা।

কাজেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম হলেন সবচেয়ে উত্তম মানুষ, দীনের বাহক। সুতরাং তাঁদের গালি দেওয়া হচ্ছে তাঁদের

ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সত্যায়নের অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচারণ করা। আর এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া হয় এবং তাঁদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়তের বিরুদ্ধাচারণ করা হয় । এমনকি গোটা দীনের ব্যাপারে এমন সন্ধিহান দেখা দেয় যে এ দীন তাহলে তাঁদের মাধ্যম ছাড়াই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিবে না, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তাহলে তাঁদের এক মুঠো পরিমাণ বা তার অর্ধেকও পৌঁছবে না। (বুখারি ও মুসলিম)

৬. তাঁদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত না করা, জেনে রাখুন, মধ্যমপন্থা অবলম্বন হচ্ছে অতিরঞ্জন এবং অহমিকা থেকে পরিত্রাণের উপায়। সুতরাং, তাঁদের মর্যাদা উঁচু করে প্রভুত্ব ও নবুয়তের মত স্থানের মর্যাদা দেয়া যাবেনা। সেই সাথে তাঁদেরকে অপমান ও গালির মাধ্যমে মর্যাদাও ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

৭. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণঃ তাঁর পরিভূক্ত হলেন বনু হাসেম, বনু আব্দুল মুত্তালেব এবং তাঁর বিবিগণ উম্মাহাতুল মুমিনিন। তাঁর পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর জন্যে আমি তোমাদেরকে আমার পরিবার- পরিজন ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। (মুসলিম)

সুতরাং, সাহাবায়ে কিরামের মধ্য থেকে যাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত তাদেঁর তিনটি হকঃ ঈমান, ছোহবত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর সাহাবায়ে কিরাম ব্যতীত যাঁরা শুধু পরিবার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত তাদেঁর দু' টি হকঃ ঈমান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক।

প্রকাশকঃ

গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক উপ- মন্ত্রণালয়
দাওয়াহ, ইরশাদ, ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক
মন্ত্রণালয়
সৌদি আরব
পোষ্ট বক্স- ৬১৮৪৩,
পোষ্ট কোড- ১১৫৭৫
রিয়াদ
ফোনঃ ০০৯৬৬১১৪৭৩৬৯৯৯
ফ্যাক্সঃ ০০৯৬৬১১৪৭৩৭৯৯৯
ই- মেইলঃ info@islam.org.sa